যায়যায়দিন

তারিখ ... 07 JUL 2007 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

পাঠাগার নয় যেন কারাগার

আজমীর হোসেন তালুকদার ঝালকাঠি

ঝালকাঠি সদরের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠাগার সারা বছর কারাগারের মতো তালাবদ্ধ থাকছে। শহরের প্রধান দুটি সরকারি কলেজ ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ সাত-আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করতে পারছে না। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, লাইব্রেরিয়ান পদের শূন্যতা ও বরাদ্দের অভাবে এ পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে। প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরি থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঝালকাঠি সদরে একটি সরকারি কলেজ ও একটি সরকারি মহিলা কলেজ, দুটি সরকারি মাধ্যমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়সহ সাত-আটটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার প্রতিটিতেই রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এসব কলেজ ও বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যায়নরত রয়েছে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু অধিকাংশই জানে না তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি রয়েছে। এর মধ্যে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী ঝালকাঠি সরকারি বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও সরকারি মহিলা কলেজ এবং উদ্বোধন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, ভূগোল, কৃষি বিজ্ঞান, মহামানবদের জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী ও রম্য রচনাসহ নানা ধরনের মূল্যবান বই

ঝালকাঠি সদরে সাত-আটটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার প্রতিটিতেই রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত রয়েছে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু অধিকাংশই জানে না তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি রয়েছে

সংরক্ষিত থাকলেও বর্তমান অবস্থার কারণে তা শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম উপকারে আসছে না। কলেজ ও স্কুলের বই সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত পাঠাগারগুলো কোনোটা তালাবদ্ধ আবার কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি শোভাবর্ধনের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ পাওয়া বইগুলো বস্তাবন্দি করে রাখা হয়েছে শিক্ষকদের রুমে। অনুদান পাওয়ার পর এখন পর্যন্ত একবারের জন্যও খুলে দেখা হয়নি বইগুলোর চেহারা। আর পাঠাগারগুলোর তালাবদ্ধ রুমের তালা সর্বশেষ কবে খোলা হয়েছিল তাও কেউ স্মরণ করতে পারছে না।

সরেজমিন আলাপকালে ঝালকাঠি সরকারি বালক বিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষক জানান, শত বছরের প্রাচীন এ বিদ্যালয়ের এককালের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিটি বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। রুমের মধ্যে দীর্ঘদিনের ধুলা-বালির স্তূপের নিচে ছড়ানো-ছিটানো বইগুলো অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি রুমের মধ্যে স্থাপিত দুটি টেবিল, সাত-আটটি চেয়ারে ধুলোর স্তূপ পড়ে আছে। লাইব্রেরির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস সাংবাদিকদের বলেন, 'তিনি শুধু নামেই রয়েছেন তার কোনো নির্ধারিত দায়িত্ব নেই এবং লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো বরাদ্দ না থাকার কারণে বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে।' একইভাবে ঝালকাঠি হরচন্দ্র সরকারি বালিকা বিদ্যালয়েল বইগুলো শিক্ষক রুমের দেয়াল ঘেষে নির্মিত কিছু সেলফে এবং কিছু বই বস্তায় ভরে রাখা অবস্থায় দেখা গেছে। অন্যদিকে সরকারি কলেজে তালাবদ্ধ একটি পাঠাগার থাকলেও মহিলা কলেজে পাঠাগারের কোনো অস্তিত্ব নেই। আর বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে কক্ষ স্বল্পতার কারণে কোনোদিন কোনো পাঠাগার গড়েই তোলা হয়নি। অথচ সরকার ও বিভিন্ন সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠান আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের যথাযথভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসব বই অনুদান হিসেবে প্রদান করলেও তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না।